কন্যাশিশু পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন -২০২১
তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: জানুয়ারি–আগষ্ট, ২০২১
তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১
আয়োজনে: জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ ও সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে সালাম, আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' কন্যাশিশু তথা নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে কর্মরত সমমনা সরকারি-বেসরকারি ১৯৬টি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাজের সমন্বয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। এই প্লাটফর্মটি গত ২০০২ সাল থেকে নারী এবং কন্যাশিশুর অধিকার, তাদের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা আমাদের দেশে এক নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরকে সমাজে দুইভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। একদিকে সামগ্রিকভাবে সমাজের নিপীড়িতদের একজন হিসেবে, অন্যদিকে কেবল নারী হবার কারণে প্রতিনিয়ত তাদেরকে নানা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়, যাকে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন বলা হয়। নবজাতক কন্যাশিশুর প্রতি সমাজের যে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, ৮০ বছরের বৃদ্ধ নারীর প্রতিও একই দৃষ্টিভঙ্গী বিরাজমান। তবে সময়, বয়স ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে অনেক সময় নিপীড়িনের চেহারা ভিন্ন হয়, নিপীড়কের ভূমিকাও ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, নারী ও কন্যাশিশুরা সর্বত্রই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। আমরা যদি গত কয়েক বছরের পরিস্থিতি লক্ষ করি তাহলে দেখব, গণমাধ্যমে প্রকাশিত উচ্চ আদালতে দাখিলকৃত পুলিশ সদর দফতর থেকে প্রেরিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সারাদেশের থানাগুলোতে ২৬ হাজার ৬৯৫টি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে ৪ হাজার ৩৩১টি, ২০১৭ সালে ৪ হাজার ৬৮৩টি, ২০১৮ সালে ৪ হাজার ৬৯৫টি, ২০১৯ সালে ৬ হাজার ৭৬৬টি ও ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৬ হাজার ২২০টি মামলা দায়ের করা হয়। প্রতি বছর এই মামলার পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলছে। এ তো গেল দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা, কিন্তু এর চেয়ে আরও অনেকগুণ বেশি ঘটনা ঘটে থাকে যেসব সহিংসতার ঘটনা মামলা পর্যন্ত যেতেই পারে না। তার আগেই ভয়ভীতি দেখিয়ে বিভিন্নভাবে ধামাচাপা দিয়ে দেয়া হয়। (তথ্যসূত্র: বিবিসি নিউজ, ৩ মার্চ ২০২১)

আজকের আয়োজনের উদ্দেশ্য-

ফোরাম সদস্যবৃন্দ মনে করেন, কন্যাশিশুদের প্রতি বঞ্চনা শুরুই হয় তার জন্মলগ্ন থেকেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রুণঅবস্থা থেকেই। তাই তাঁদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও বঞ্চনা প্রতিরোধের কর্মকৌশল নির্ধারণ, পাশাপাশি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কন্যাশিশুদের সার্বিক চিত্র জানা প্রয়োজন, বিশেষ করে জানা প্রয়োজন তাদের বেড়ে ওঠার পথে মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে। আমরা বিশ্বাস করি কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন বন্ধ এবং তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মিডিয়া একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনাদের বলিষ্ঠ লেখনির মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করার মাধ্যমে নীতি নির্ধারকগণ কোন কোন বিষয়সমূহের প্রতি তাঁদের আরও মনোযোগ বৃদ্ধি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একটি শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পলিসি তৈরী ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে বৈশ্বিক মহামারী করোনা নামক ভাইরাস এর থাবায় জনজীবন বিপর্যস্ত, মানুষ এই ভয়াবহতার ছোবলে হাবুডুবু খাচ্ছে, তা সত্ত্বেও থেমে থাকেনি নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন। এই নির্যাতন শুধু ঘরের বাইরেই নয়, নিজ ঘরেও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রতিনিয়তই ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতনসহ বিভিন্ন ঘটনাসমূহ সাধারণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে।

অপরাধপ্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে এবং এর সাথে যুক্ত হচ্ছে ভয়ঙ্কর বর্বরতা ও হিংস্রতা। এটি একটি মানবাধিকার লংঙ্ঘনও বটে। আমরা মনে করি, একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কন্যাশিশুদের অধিকার, তাদের শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণসহ নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম চলতি বছর জানুয়ারি-আগষ্ট পর্যন্ত **২৪টি** দৈনিক পত্রিকা (জাতীয়, স্থানীয় এবং দুটি অনলাইন) থেকে কন্যাশিশুদের প্রতি নির্যাতনের চিত্র সংগ্রহ করেছে। তেরোটি (১৩) ক্যাটাগরির আওতায় ৫৬টি সাব ক্যাটাগরিতে এসব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একইসাথে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি কন্যাশিশুদের প্রতি এসকল নির্যাতন ও সহিংসতার বিপরীতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। অত্যন্ত দু:খের সাথে বলতে চাই, নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতিত কন্যাশিশু বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, সে তুলনায় অভিযুক্তদের আটক হওয়া, শাস্তি পাওয়া বা ন্যায়বিচার পাওয়ার সংখ্যা নাই বললেই চলে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিচারহীনতার সংস্কৃতির জন্য নির্যাতন ও সহিংসতা দিন দিন ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম হচ্ছে এবং অপরাধীরা ক্রমাগত উৎসাহিত হচ্ছে অপরাধমূলক কার্যক্রম করতে।

কন্যাশিশুদের প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের যে চিত্রসমুহ আমরা পেয়েছি, তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

১. যৌন হয়রানি ও নির্যাতন

যৌন হয়রানি: আমাদের কন্যাশিশু ও নারীরা পথে-ঘাটে, যানবাহনে, বাজারে, পাবলিক প্লেসে, এমনকি শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বাসা বাড়িতে হরহামেশা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। গত ৮ মাসে মোট ১১২ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ০৪ জন বিশেষ শিশুও রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম-এর তথ্য মোতাবেক গত ২০২০ সালের জানুয়ারি-আগষ্ট পর্যন্ত যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিল ১০৪ জন কন্যাশিশু। পরিসংখ্যান মোতাবেক গত বছরের তুলনায় এবছরে যৌন হয়রানি বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ।

এই নির্যাতনগুলোর অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে রাস্তায়, নিজ বাসায়, নিকটতম আত্মীয় পরিজন ও গৃহকর্তার দ্বারা। যৌন নির্যাতনে আর এক নতুন মাত্রা যুক্ত হযেছে তাহলো পর্নোগ্রাফি। এই সময়কালে পর্নোগ্রাফির শিকার হয়েছে ২১ জন জন কন্যাশিশু।

২. এসিডের আক্রমণের শিকার হয়েছে ০৯ জন কন্যাশিশু, পারিবারিক বিবাদ, প্রেমে প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে।

৩. অপহরণ ও পাচারের শিকার হয়েছে ১৪০ জন কন্যাশিশু। এরমধ্যে অপহরণের শিকার হয়েছে ৫৮ জন কন্যাশিশু।

৪. বাল্যবিবাহ: বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিভন্ন সময়ে করোনা অতিমারীকালিন সময়ে দ্রুততার সাথে বাল্যবিবাহের ওপর একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম সরাসরি তৃণমূলে ১৩৬টি ইউনিয়নে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, আগষ্ট ২০২০ সাল থেকে আগষ্ট ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট বাল্য বিয়ের শিকার হয়েছে ১২৫৩ জন কন্যাশিশু। কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসির তথ্যানুসারে, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২১ সালে এসে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির হার প্রায় ১৩ শতাংশ । এর বাইরে আমরা তথ্য পেয়েছি যে, ঐ সকল ইউনিয়নে আরও প্রায় ১৫৩৫ জন কন্যাশিশুর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তারা মুখ খুলতে চায়না।

বিগত ০৮ মাসে তথ্য সংগ্রহের সময় আমরা লক্ষ করেছি যে, ৬৬ জন কন্যাশিশুকে শিশুবিবাহ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা জানি, আমাদের সরকার শিশুবিবাহ বন্ধে আইন ও বিধিমালা যুগোপযুগী করাসহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে হটলাইন '১০৯৮', নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে হটলাইন '১০৯' ও পুলিশি সহায়তার জন্য হটলাইন '৯৯৯' চালু করেছে। এসকল হটলাইনের মাধ্যমে আমাদের বহু কন্যাশিশু নিজ উদ্যাগে এবং প্রতিবেশীর মাধ্যমে শিশুবিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ১০৯৮ এর ব্যবস্থাপকের তথ্য মোতাবেক পূর্বের তুলনায় করোনাকালীন সময়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ফোন কলের পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. যৌতুক: সহিংসতার আরেকটি শব্দ ও রূপ যৌতুক। গত ৮ মাসে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১১ জন কন্যাশিশু, এর মধ্যে যৌতুক প্রদান করতে না পারায় ৯ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে।

৬. ধর্ষণ: বর্তমানে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও ধর্ষণ যেনো প্রতিযোগিতা করে বেড়েই চলেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব থেকে নিকৃষ্টতম রূপ হলো এই ধর্ষণ। কন্যাশিশুর দেহের ওপর আক্রমণ, পুরুষের পুরুষত্ব প্রমাণের ক্ষেত্র, সৈনিকের যুদ্ধ জয়ের

অস্ত্র যেন এই ধর্ষণ। পত্রিকা খুললেই প্রতিনিয়ত ধর্ষণের মতো নিকৃষ্টতম তথ্য আমরা দেখতে পাই। গত ৮ মাসে মোট ৮১৩ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এছাড়া ১২৭ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে একক ধর্ষণের শিকার ৫২৩ জন, গণধর্ষণের শিকার হয় ১১০ জন কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু রয়েছে ৭৯ জন। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ভেদে কেউ বাদ যায়নি এই জঘন্যতম বর্বরতামূলক আচরণ থেকে।

প্রেমের অভিনয়ের ফাঁদে ফেলে ৪৭ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মত জঘন্যতম অপরাধের শিকার হতে হচ্ছে ০১ বছর বয়সের শিশুদেরকেও, যারা যৌনতা বোঝাতো দূরের কথা, কথা বলতেও শিখেনি। দুঃখজনক হলেও সত্য এর মধ্যে বেশকিছু ঘটনা আছে যা, নিকটাত্মীয় দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ধর্ষণের শিকার এসকল কন্যাশিশুরা সারাজীবন একটা ট্রমার মধ্যে থেকে বেড়ে উঠে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে অপারগ হয়; যার কুফল পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ওপরও পড়ে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ ধারা ২০(৩)-এ বলা আছে বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনালকে কাজ শেষ করতে হবে। আইনে থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকর হচ্ছে না।

আশার বিষয় হলো, ৫৩৬টি ধর্ষণ ও ধর্ষণের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে অভিভাবকগণ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তবে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিচারের জন্য কেবলমাত্র জিডি, কেস ফাইল এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অল্পসংখ্যক আটক এসকল ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চূড়ান্ত শাস্তির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো আটককৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই জামিনে মুক্তি পেয়ে সংশ্লিষ্ট অভিবাবদেরকে বিভিন্ন রকম হুমকী প্রদান করে যাচ্ছে।

৭. গৃহশ্রমিক নির্যাতন: সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা গৃহশ্রমিক নির্যাতনের মোট ২৬টি তথ্য পেয়েছি। এরমাঝে ১৩ জন শারিরীক নির্যাতনের শিকার হযেছে, ০৩ জনকে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

৮. শিক্ষাকেন্দ্রিক/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কন্যাশিশু নির্যাতন: উল্লেখ্য যে তথ্য সংগ্রহের সময়কালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এধরনের তথ্য সংগৃহিত হয় নাই। তবে অনেক কন্যাশিশু এসময় মাদ্রাসা ও মক্তবে গিয়েছে, এ সময়কালে মাদ্রাসাগামী ২ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানির এবং ০৬ জন ধর্ষণের শিকার হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

৯. আত্মহত্যা: কন্যাশিশুরাই শুধু নয়, কোনো শিশুই আত্মহত্যার পথ বেছে নিবে এটি মোটেও কাম্য নয়। এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রের ওপরও দায়ভার এসে পড়ে। তথ্য মোতাবেক গত ৮ মাসে ১৫৩ জন কন্যাশিশু আত্ম হত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এর পেছনে মূলত যে কারণগুণি কাজ করেছে তা হলো, স্কুল বন্ধ থাকায় একধরনের হতাশা, পারিবারিকভাবে মতানৈক্য বা দ্বন্দ্ব, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং শারিরীকভাবে যৌন নির্যাতন যা প্রকাশ করার মতো কোনো অভয় আশ্রয়স্থল নেই।

১০. হত্যা: গত ৮ মাসে ১৯৩ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যতম কারণগুলো ছিল: পারিবারিক দ্বন্দ্ব, পূর্ব থেকে পারিবারিক শত্রুতার জের, ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন এর পর।

১১. পরিত্যক্ত কন্যাশিশু: একুশ শতাব্দীতে এসেও এখনও কন্যাশিশুকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা, মানুষ হিসেবে তার অধিকার বিবেচনায় নেওয়া, ছেলে শিশুর ন্যায় সমমর্যাদা দেওয়ার মনোভঙ্গি অনেকের মধ্যেই গড়ে ওঠেনি। যা প্রতীয়মান হয় গত ৮ মাসে ২৪ জন কন্যাশিশুকে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখে যাওয়ার মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে।

<u>আমাদের সুপারিশসমূহ:</u>

১ শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার সকল ঘটনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমান করোনাকালীন সময়ে বিচারিক আদালত যদি বন্ধ থাকে, ভার্চুয়াল আদালতে এসকল অপরাধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে;

২. উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে সর্বস্তরের জন্য ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন’ নামে একটি আইন জরুরিভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে;

৩. কারো হেফাজতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে ঘটনার শিকার নারী ও কন্যার পরিবর্তে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে এ ঘটনা ঘটায়নি, এসম্পর্কিত প্রচলিত আইনের বিধান সংশোধন করতে হবে।

৩. বর্তমান মহামারীতে যেহেতু বেশিরভাগ শিশুই ডিভাইস নির্ভর। তাঁদের বিপদগামী থেকে বাঁচাতে এবং সঠিক পথে পরিচালনার জন্য উচ্চপর্যায়ের আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় সব ধরনের পর্নোগ্রাফিক সাইট বন্ধ একইসাথে পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তা হতে হবে সঠিকভাবে;

৪ কন্যাশিশু নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে;

৫. শিশু সুরক্ষায় শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করতে হবে;

৬. করোনাকালে আর্থিক সংকটের কারণে অভিভাবকরা নাবালক কন্যাদের বিয়ে দিচ্ছে, এর ফলে বাল্যবিবাহ বহুগুণে বেড়ে গেছে, সোশ্যাল সেফটিনেট-এর বাজেট বৃদ্ধি করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কন্যাশিশু ও তাদের অভিভাবকদের তার আওতায় আনতে হবে;

৭. বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রশাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারী বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে;

৮. ক্রমবর্ধমান কন্যাশিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারী-পুরুষ, সরকার, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, পরিবার সকলের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে;

৯. কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতারোধে তরুণ-যুবসমাজকে সচেতনকরণ সাপেক্ষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পরিশেষে, আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা সবসময় বিভিন্ন পরিস্থিতির উন্নয়নে আমাদের পাশে সহযোগী বন্ধু হিসেবে থেকেছেন। আপনাদের লেখার মাধ্যমে আমাদের বার্তা সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে নীতি-নির্ধারকগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই আবারও আমাদের আহ্বান, আমাদের উত্থাপিত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে আপনারা আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরবেন। কন্যাশিশু বা নারী নির্যাতনের বিষয় থানায় রিপোর্টিং বা পত্রিকায় শুধু তখনই প্রকাশিত হয়, যখন নির্যাতনের কারণে কন্যাশিশু এবং নারীর মৃত্যু বা অঙ্গহানি হয়। কন্যাশিশুর জীবনের অসহায়তা ও নির্যাতনের যে চিত্র এখানে ফুটে ওঠেছে, তার দায় সমগ্র জাতির ওপর বর্তায়। আর একটি কন্যাশিশুকে যাতে নির্যাতনের শিকার হতে না হয়, আত্মহত্যা করতে না হয়, তাদেরকে মৃত্যুর কোপানলে পড়তে না হয়। এজন্য সকল নীরবতা ভেঙে পরিবার ও সমাজের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে এবং তা একমাত্র আপনাদের লেখনী এবং রাষ্ট্রসহ আমাদের সকলের দায়বদ্ধতার মধ্যদিয়েই সম্ভব হবে।

তথ্যসুত্র : (মোট ২৪টি দৈনিক পত্রিকা)

জাতীয় পত্রিকা: দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক সমকাল, দ্য ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউন এবং অনলাইন পত্রিকা বাংলা ট্রিউবিউন ও ঢাকা টাইমস।

স্থানীয় পত্রিকা: দৈনিক সুনামকণ্ঠ, দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, দৈনিক গ্রামের কাগজ, দৈনিক করতোয়া, দৈনিক যুগের আলো, দৈনিক কক্সবাজার, দৈনিক আজাদী, দৈনিক আজকের বাংলাদেশ, দৈনিক সানশাইন, দৈনিক মতবাদ, দৈনিক আজকের বার্তা, দৈনিক স্পন্দন এবং দৈনিক সবুজ।